দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

৩।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে বিলম্ব

১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের প্রায় সাড়ে ছয় মাস পেরিয়ে গেছে অথচ এখন পর্যন্ত দেশের চারটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনটিতেই প্রথম বর্ষ অনার্স শ্রেণীতে ভর্তির দরখাস্ত আহ্বান করা হয়নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু হাজার হাজার শিক্ষার্থীর জীবনে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির ব্যাপারে প্রাথমিক ক্রিয়াকর্ম যেমন—ভর্তির নীতিমালা স্থির করা, এ সম্পর্কে সভা ডাকা—এটুকুও এখন পর্যন্ত করা হয়নি। কবে নাগাদ হবে এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে ঠিক এই মুহূর্তে যদি আনুষঙ্গিক কার্যক্রম শুরু করা হয়, তাহলে গোটা প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে ক্লাস নেয়ার পর্যায়ে পৌঁছুতে শিক্ষাবর্ষের অবশিষ্ট সাড়ে পাঁচ মাস যে লেগে যাবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তার মানে, ছাত্রছাত্রীদের জীবনের পুরো একটা বছর অপচয় হচ্ছে তাদের ভর্তির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ঔদাসীন্যের ফলে। গত শিক্ষাবর্ষেও এই কান্ডটাই ঘটেছে। তার আগের বছরও। বস্তুতঃ স্বাধীনতার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চস্তরের যেমন মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ভর্তির প্রক্রিয়া একটু একটু করে বিলম্ব হতে হতে এখন পুরো একটা শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে গেছে। সৃষ্টি হয়েছে সেশন জট। আর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তরফের ধর্মঘট, অত্যাধিক ছুটি, অনির্ধারিত ও অনিয়মিত দীর্ঘ অবকাশ, দফায় দফায় পরীক্ষা পিছানো ইত্যাদি সেশন জটকে ক্রমশ প্রকট করে তুলেছে। সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সময়কাল পুরো দু বছর পিছিয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীদের কর্মজীবনে প্রবেশ করতে দু বছর দেরী হচ্ছে। জাতিও এই কর্মশক্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত জীবন বা জাতীয় জীবন কোন ক্ষেত্রেই এই পরিস্থিতি কাম্য হতে পারে না। এতে অভিভাবকদের সমস্যাও হচ্ছে প্রকটতর। সন্তানদের জন্য তাদের আরও দু বছর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। কিন্তু চাকরিতে ঢুকতে না পারার কারণে চাকরিক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কারণ সময়মত পরীক্ষা না হওয়ায় সময়মত ভর্তি হতে না পারার কারণেও চাকরির বয়স হারাচ্ছে বহু ছাত্র। এর একটা বিহিত করা অতীব জরুরী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এই অব্যবস্থার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়ার পর সাধারণত পনেরো মাস অপেক্ষা করতে হয়। এর যে একটা সামাজিক কুফল আছে তা হয়ত আমাদের অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। এই পনেরো মাস নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয়তারকাল। তার পাশাপাশি রয়েছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা। সব মিলিয়ে এই অবস্থা তরুণদের চিত্ত অস্থির করে তুলছে। তারুণ্যের বিপথগামিতার এটাও একটা বড় কারণ। আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা ও অনিশ্চয়তা নিঃসন্দেহে আমাদের আজকের তারুণ্যের সমস্যার জন্য বহুলাংশে দায়ী। এই অবস্থাটা সমাজের অকল্যাণকেই নিশ্চিত করে তুলছে। তাই উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যথাসময়ে ভর্তি ও শিক্ষাসূচী নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলার ব্যাপারটি এখন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ব্যাপারে আমরা খানিকটা আশান্বিত হয়ে উঠেছিলাম গত মাসে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষের এক ঘোষণায়। তাতে বলা হয়েছিল সেশন জটের আপদ দূর করার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের সাড়ে ছয় মাস অতিক্রান্ত হবার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পর্যায়ে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে নীরবতা লক্ষ্য করে আমাদের সেই আশা ইতিমধ্যেই ভঙ্গ হয়েছে। দেখা যাক, আবার আমাদের মনে আশাবাদ জাগ্রত হবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় কি না।